সত্যমেব জয়তে

ত্রিপুরা সরকার

বিগত ২ বৎসরে সমবায় দপ্তর

সমবায়ের ৭ টি নীতি

॥ স্বেচ্ছা ও মুক্ত সদস্য পদ ॥

॥ গণতান্ত্রিক পরিচালনা ॥

॥ স্বশাসন এবং স্বাধীনতা ॥

॥ সমাজের জন্য চিন্তাভাবনা ॥

॥ শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ এবং তথ্যাদি প্রচার ॥

॥ সমবায় সমিতিসমূহের নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা ॥

॥ অর্থনৈতিক ব্যাপারে সভ্যগণের অংশগ্রহণ ॥

এক নজরে সমবায় দপ্তর

সমবায় দপ্তর স্থাপিত : ১৯৬১ সাল

জেলা স্তরে অফিস : ৮টি মহকুমা স্তরের অফিস : ৯টি
ব্লক স্তরের অফিস : ৪৭টি নগরপঞ্চায়েত স্তরের অফিস : ৭টি

প্রথম সমবায় সমিতি গঠিত : ১৯৪৯ সালে (স্বস্তি সমবায় সমিতি)

এপেক্স্ স্তরের সমবায় সমিতি : ১১টি	প্যাক্স্ : ২১২টি	ল্যাম্পস্ : ৫৬টি
পি.এম.সি.এস. : ১৪টি	মৎস্য সমবায় : ২৩৬টি	হস্তকারু সমবায় : ৪৮টি
দুগ্ধ সমবায় : ৩৩৫টি	বহুমুখী সমবায় : ৩৬৯টি	কৃষিখামার সমবায় : ৭২টি
ভোগ্যপণ্য সমবায় : ২২০টি	শিল্প সমবায় : ৬৪টি	তাঁত সমবায় : ১৮৮টি
পশুপালন সমবায় : ২২৪টি	চা সমবায় : ৩২টি	অন্যান্য সমবায় : ৪৭৬টি

মোট : ২৫৫৭টি

সমবায় দপ্তরের মূল লক্ষ্য হিসাবে গ্রামীণ সাধারণ জনগণের আর্থ-সামাজিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলতে দপ্তরের পদক্ষেপ সমূহ :

১) নিবন্ধীকৃত নতুন সমবায় সমিতি :

এটা বলা বাহুল্য মার্চ, ২০১৮ হইতে ফেব্রুয়ারী, ২০২০ পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রভিত্তিক সর্বমোট ৯৪১টি নতুন সমবায় সমিতি গঠিত হয়। তন্মধ্যে **২৩৯টি** দুগ্ধ সমবায়, **২৩৭টি** বহুমুখী সমবায়, **২০৩টি** পশুপালন সমবায়, **৮৩টি** মৎস্য সমবায়, **৫৪টি** কৃষি সমবায়, **৮২টি** অন্যান্য সমবায় এবং উল্লেখযোগ্য বিষয় হল বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের দ্বারা গঠিত **৪৩টি** সমবায় সমিতি হিসেবে নিবন্ধীকৃত হয়েছে।

উল্লিখিত বিভিন্ন ক্ষেত্রভিত্তিক ব্যবসার মাধ্যমে সমবায় সমিতিগুলি তাদের সদস্যদের গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক মান উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের "**ভিশন ডকুমেন্ট**" মাথায় রেখে, রাজ্যের প্রত্যকটি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং এ.ডি.সি. ভিলেজে অন্ততঃ একটি করে সমবায় সমিতি গঠন করার কাজ প্রায় ১০০ শতাংশ সাফল্যের দিকে চলেছে।

২) অন-লাইন এর মাধ্যমে সমিতি নিবন্ধকরণ :

আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে দপ্তরের পরিষেবাগুলি সাধারণ জনগণের কাছে সহজে পৌঁছানোর লক্ষ্যে অন-লাইন রেজিস্ট্রেশন অর্থাৎ সমিতি নিবন্ধীকরণের কাজ অন-লাইনের মাধ্যমে করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যা আগামী মার্চ, ২০২০ মধ্যে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে।

৩) ইন্টিগ্রেটেড কো-অপারেটিভ ডেভল্যাপমেন্ট প্রজেক্ট (ICDP) :

সরকারের অনুমোদন ও এন.সি.ডি.সি-র সহায়তায় ধলাই, উত্তর ত্রিপুরা এবং ঊনকোটি জেলায় একসাথে **৩টি** আই.সি.ডি.পি প্রকল্পের কাজ চলছে। এখন পর্যন্ত **৬৪টি** সমিতির পরিকাঠামো উন্নয়নে স্থায়ী সম্পদ নির্মাণ করা হয়েছে প্রায় ৬০০ (**ছয়-শ**) **লক্ষ** টাকা ব্যয় করার মাধ্যমে। এই পরিকাঠামোগুলি, সমিতির মাধ্যমে গ্রামীণ জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি করে আর্থ-সামাজিকভাবে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৪) মিল্ক-পার্লার স্থাপন :

অতিসম্প্রতি, গোমতী কো- অপারেটিভ মিল্ক প্রোডিউসার্স ইউনিয়ন লি: সকল অংশের ভোক্তাদের সুবিধার্থে সারা রাজ্যে ৩০টি মিল্ক পার্লার স্থাপন করার কাজ হাতে নিয়েছে। তার মধ্যে হালাহালি কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ, গোলাবাড়ী মিল্ক প্রোডিউসার্স ইউনিয়ন, মোহনপুর পি.এম.সি.এস. এবং তেলিয়ামুড়া পি.এম. সি.এস-এ ৪টি মিল্ক পার্লার খোলা হয়েছে। বাকীগুলি শহর ও শহরতলীর গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং অন্যান্য স্থানে যেমন — আই. জি.এম, জি.বি হাসপাতাল, এ.আর.ডি.ডি দপ্তর, কালীবাজার, গান্ধীগ্রাম এলাকা,

জম্পুইজলা এলাকায় স্থাপন করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে।

৫) জেনেরিক ঔষধ বিপণন কেন্দ্র :

সারা রাজ্যে ২৭টি জেনেরিক ঔষধ কাউন্টার খোলার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত ২০ (কুড়ি) টি জেনেরিক ঔষধ কাউন্টারের মাধ্যমে ঔষধ সরবরাহ করা হচ্ছে। ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশন (টি-মার্কফেড) দ্বারা ১০টি নিম্নলিখিত কাউন্টার পরিচালিত হচ্ছে, আই. জি. এম, এ.জি.এম.সি, টি.এম.সি, বিশালগড়, উদয়পুর, বিলোনীয়া, খোয়াই, কুলাই, কৈলাশহর, ধর্মনগর, অন্য দিকে জিরানিয়া, সিধান-মোহনপুর, মেলাঘর, পানিসাগর, পূর্ববগফা-শান্তির বাজার, তেলিয়ামুড়া, জম্পুইজলা, কমলপুর মহকুমায়। এই সমস্ত কাউন্টারগুলিতে সমস্ত জনসাধারণ স্বল্পমূল্যে ঔষধ ক্রয়ের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছেন। গত দুই মাসে জেনেরিক ঔষধ বিপণন কেন্দ্রগুলিতে মোট ৩৪.২৫ লক্ষ টাকার ঔষধ বিক্রি হয়েছে। অবশিষ্ট ৭টি কাউন্টার অনতিবিলম্বে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

৬) ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ব্যাংক-এর বর্ধিত পরিষেবা :

ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ব্যাংক, সমবায় দপ্তরের অধীনে একটি শীর্ষ সমবায় সমিতি হিসাবে রাজ্যের জনসাধারণকে ১৯৫৭ সাল থেকে এখন পর্যন্ত তার ৬৫টি শাখার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করে মার্চ, ২০১৮ থেকে এই ব্যাংক ২ (দুই) টি ভ্রাম্যমান এ.টি.এম (ATM) পরিষেবা এবং প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় বিভিন্ন ল্যাম্পস্ ও প্যাক্স এর মাধ্যমে ১৯টি মাইক্রো-এ.টি.এম পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য যে, মার্চ, ২০১৮ থেকে জানুয়ারী, ২০২০ পর্যন্ত মোট **১১,১৬১টি** কিষাণ ক্রেডিট কার্ড (KCC) প্রদানের মাধ্যমে **১৮১১.৬০ লক্ষ** টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ৯৯৯টি জয়েন্ট লায়েবিলিটি গ্রুপ (JLG) গঠনের মাধ্যমে **৪৯৯৬ জন** মহিলা সুবিধাভোগীকে ঋণ দিয়ে আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে।

এছাড়াও, ত্রিপুরা রাজ্যে একমাত্র সমবায় ব্যাংক তার ২৩টি শাখার মাধ্যমে জমি ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যবস্থার সরলীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় **ই-স্ট্যাম্প** (e-stamp) পরিষেবা বিভিন্ন মহকমায় চালু করেছে।

৭) কুমারঘাট মাল্টি শপিং কমপ্লেক্স :

গত ২২শে জানুয়ারী, ২০২০ ইং তারিখে ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট মহকুমায় একটি মাল্টি শপিং কমপ্লেক্সের উদ্বোধন করেন বিধানসভার মাননীয় বিধায়ক তথা চেয়ারম্যান, ত্রিপুরা মার্কফেড শ্রী কৃষ্ণধন দাস মহোদয়। তাছাড়া উক্ত মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রী ভগবান দাস, মাননীয় বিধায়ক, পাবিয়াছড়া, শ্রী সুধাংশু দাস, মাননীয় বিধায়ক, ফটিকরায় ও শ্রী নিখিল রঞ্জন চক্রবর্তী, ডেপুটি রেজিষ্টার, সমবায় দপ্তর।

৮) ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী :

ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন সমবায় দপ্তরের একমাত্র ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন ত্রিপুরার বিভিন্ন সমবায় সমিতির সাধারণ সদস্য, পরিচালক কমিটির সদস্য এবং পাশাপাশি জনগণের মধ্যে সমবায়ের কাজকর্ম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচী জারি রেখেছে। মার্চ, ২০১৮ থেকে জানুয়ারী, ২০২০ পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন **১০৫টি** প্রশিক্ষণ শিবির করেছে। তার মধ্যে **৪২টি** প্রশিক্ষণ হয়েছে ব্লক স্তরে এবং **৬৩টি** হয়েছে ইউনিয়নের ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের মধ্যে।

৯) এন. সি. ডি. সি উৎকর্ষতা পুরস্কার প্রদান :

জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগম (NCDC) কর্তৃক দৃষ্টান্তমূলক সাফল্যের জন্য আঞ্চলিক পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত রাজ্যের ৫ (পাঁচ) টি সমবায় সমিতিকে বিগত ১৩-০২-২০১৯ ইং তারিখে আগরতলা টাউন হলে উৎকর্ষতা পুরস্কার প্রদান করা হয়।

রাজ্যের পুরস্কৃত ৫ (পাঁচ) টি সমবায় সমতি হল :

ক) ২টি প্রাইমারী মার্কেটিং সমবায় সমিতি লিঃ – ১ম পুরস্কার ঃ **কুমারঘাট প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ**, কুমারঘাট, ঊনকোটি জেলা এবং ২য় পুরস্কারঃ উদয়পুর প্রাইমারী মার্কেটিং সমবায় সমিতি লিঃ উদয়পুর, গোমতী জেলা।

খ) ২টি প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতি – ১ম পুরস্কার ঃ **প্রগতি প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ**, মোহনপুর, পশ্চিম ত্রিপুরা এবং ২য় পুরস্কার ঃ নেতাজী প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ, বিলোনীয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা।

গ) ১টি উইমেন্স কো-অপারেটিভ সমবায় সমিতি – আঞ্চলিক সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা সমবায় সমিতি হিসাবে পুরস্কৃত হয়েছে, **পপুলার উইমেন্স কো-অপারেটিভ ফর ক্রেডিট এন্ড থ্রিফট সোসাইটি লিঃ**, উদয়পুর, গোমতী জেলা।

১০) সমবায়ের মাধ্যমে রেশন সামগ্রী সরবরাহ :

বর্তমানে, **১১৭টি** প্রাথমিক বিপণন সমবায় সমিতি লিমিটেড (PMCS), ল্যাম্পস এবং প্যাক্স **মোট ২০৮টি** রেশন সপ পরিচালনা করেছে। সমস্ত ত্রিপুরায় **২৬৮টি** ল্যাম্পস এবং প্যাক্স-এর মাধ্যমে ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের মধ্যে রেশন সামগ্রী বিক্রি করার সুযোগ আছে। সমবায় দপ্তর পরিকল্পনা নিয়েছে **২৬৮টি** ল্যাম্পস, প্যাক্স এবং **১৪টি** প্রাথমিক বিপণন সমবায় সমিতিতে কমপক্ষে একটি করে রেশনশপের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের রেশন সামগ্রী পৌঁছে দেবে।

১১) টি.এস.সি.সি.এফের (আইতরমা) লাভজনক ব্যবসা :

বিগত ২০১৮-১৯ এই এপেক্স সমবায় সংস্থা ৫৬.৮৪ লক্ষ টাকার লাভজনক ব্যবসা করেছে। এ বৎসর ফেব্রুয়ারী, ২০২০ পর্যন্ত ৫৬.৯১ লক্ষ টাকার লাভজনক ব্যবসা হয়েছে। মার্চ ২০২০ এর মধ্যে এ সংখ্যা এক কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে বলে দপ্তর আশা করছে। এই এপেক্স সংস্থা ঔষধপত্র, গ্যাস বিতরণ, হাসপাতালে খাদ্য সরবরাহের কাজ করে চলছে।

১২) মার্কফেডের লাভজনক ব্যবসা :

বিগত ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে মার্কফেড ব্যবসার ক্ষেত্রে ১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা ব্যবসায়িক লাভ করেছে এবং ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে এ ব্যবসায় ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা লাভ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সমবায় দপ্তরের নতুন উদ্যোগ :

ক) কমলালেবু বিপণন :

জম্পুই, কিল্লা এবং বড়মুড়ার যে যে এলাকায় কমলা উৎপাদন হয়, ঐ সকল এলাকার ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স এর মাধ্যমে কমলাচাষীদের একত্রীকরণ করে, কমলার নায্যমূল্য পাইয়ে দেবার জন্য সঠিক বিপণন ব্যবস্থার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

খ) প্যাক্স এবং ল্যাম্পস্ এর কম্পুটারাইজেশন :

রাজ্য সরকার প্যাক্স এবং ল্যাম্পস্ এর কম্পুটারাইজেশনের জন্য (কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ৮০:২০ হারে) ব্যয় নির্বাহের শর্তে সম্মতি দিয়েছে। এই কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য NABARD -এর সাথে কথাবার্তা চলছে।

গ) সার বিতরণ :

রাজ্য সরকার ত্রিপুরা মার্কফেডের মাধ্যমে এবং ল্যাম্পস্/প্যাক্স এর সহযোগিতায় ইউরিয়া, এস. এস. পি, ও পি. ইত্যাদি সার সারা রাজ্যের কৃষিজীবিদের মধ্যে সহায়ক মূল্যে বিতরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই উপলক্ষ্যে ২রা ডিসেম্বর ত্রিপুরা মার্ফেড দ্বারা আয়োজিত টাউন হলে প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মার্কফেডের চেয়ারম্যান মাননীয় বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস মহোদয় এবং উপস্থিত ছিলেন সারা রাজ্যের ল্যাম্পস্ প্যাক্সের প্রতিনিধি বৃন্দ।

ঘ) রেজিস্ট্রেশন ফি-তে সংশোধনী :

অর্থ দপ্তরের পরামর্শে রাজস্ববৃদ্ধির জন্য সমবায় দপ্তর সোসাইটি নিবন্ধীকরণ আইন- ১৮৬০ এর সংশোধনের মাধ্যমে ফি বাড়ানোর প্রস্তাব আইন দপ্তরের নিকট পাঠানো হয়েছে।

ই মেইল : rcstripura2013@gmail.com ওয়েবসাইট : www.cooperation.tripura.gov.in
টেলিফোন নম্বর : (০৩৮১) ২৩২৩৭৬৫/ফ্যাক্স নম্বর : (০৩৮১) ২৩২৫৯৩৫

মুদ্রণে ঃ ক্যাক্সটন প্রিন্টার্স, জেবি রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা

सत्यमेव जयते

ত্রিপুরা সরকার

সমবায় দপ্তর

৬৭তম অখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ -২০২০

(১৪ - ২০ নভেম্বর, ২০২০)

এবারের মূল ভাবনা ঃ

"কোভিড অতিমারী - আত্মনির্ভর ভারত - সমবায়"

সমবায় দপ্তরের মূল কার্যক্রম ঃ-

১। সমবায় আইন ১৯৭৪ ও নিয়মাবলী ১৯৭৬ অনুযায়ী সমবায় সমিতিগুলির নিবন্ধীকরণ।

২। সমিতি নিবন্ধীকরণ আইন, ১৮৬০ অনুযায়ী সমিতিগুলির (NGO) নিবন্ধীকরণ।

৩। সমবায় সমিতিগুলির হিসাব নিরীক্ষণ।

৪। সমবায় সমিতিগুলির নিয়মিত পরিদর্শন।

৫। সমবায় সমিতিগুলির পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচন সম্পাদন করা।

৬। লিকুইডেশন-এর আওতায় থাকা সমবায় সমিতিগুলিকে গুটিয়ে নেওয়া বা নিবন্ধন বাতিল করা।

৭। প্রয়োজন বিশেষে সমবায় সমিতিতে প্রশাসক, লিকুইডেটর-এর নিযুক্তি দেওয়া।

৮। বিবাদ ও ক্রোক সংক্রান্ত মোকদ্দমার নিষ্পত্তিকরণ।

৯। সমবায় সমিতিগুলিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান।

১০। ইন্টিগ্রেটেড কো-অপারেটিভ ডেভলাপম্যান্ট প্রজেক্ট এবং ন্যাশন্যাল কো-অপারেটিভ ডেভলাপম্যান্ট কর্পোরেশন- এর বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।

১১। অরুন্ধুতিনগরস্থিত সমবায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিভিন্ন সমবায়ী পরিচালক মণ্ডলী, সাধারণ সদস্য এবং কর্মচারীদের, স্ব-সহায়ক দলের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

১২। বিভিন্ন আলোচনাচক্র, প্রচার, প্রসার, ইত্যাদি সংগঠিত করা।

১৩। সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতির জন্য সমবায় সমিতি, নাবার্ড, এন. সি. ডি . সি. ও ভারত সরকারের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

১. লক ডাউন চলাকালীন সময়ে বিশেষ কার্যক্রম ঃ রাজ্যের করোনা মহামারীর কারণে ঘোষিত লক্‌ডাউন চলাকালীন সময়ে সমবায় দপ্তরের পরামর্শে রাজ্যের বিভিন্ন সমবায় সমিতিগুলি আম জনতার কথা মাথায় রেখে বিশেষ কার্যক্রম হাতে নেয়

'ঘরে থাকুন সুস্থ থাকুন'— এই আদর্শ বাণীটিকে সামনে রেখে এবং জনগণের স্বাস্থ্য-সুরক্ষা নিশ্চিত করতে রাজ্য সরকার বিগত ২৩ মার্চ, ২০২০ তারিখে লকডাউন ঘোষণা করে। ঘোষিত লকডাউনের ফলে সাধারণ মানুষ যখন গৃহবন্দি, এমতাবস্থায় রাজ্য সমবায় দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্যের সমবায় সমিতিগুলো তাদের সভ্য/সভ্যা ও সাধারণ জনগণের নিত্য প্রয়োজনীয় চাল, ডাল, শাক্-সব্‌জি, ফল-মূল ইত্যাদি নায্যমূল্যে তাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে। তাছাড়া গত ৮ জুন, ২০২০ টি. এস.সি. সি. এফ. (আইতরমা) -এর উদ্যোগে আগরতলা শহরে মোবাইল ভ্যানের মাধ্যমে বিভিন্ন অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী নায্য মূল্যে বিক্রি করে। বিগত ৩০ এপ্রিল ২০২০ ত্রিপুরা মার্কফেড দূর-দূরান্তের ল্যাম্পস্-প্যাক্স-এর মাধ্যমে কৃষকভাইদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে লেবু, মিষ্টি কুমড়ো এবং বিভিন্ন শাক্ সব্জি বিপণনের ব্যবস্থা করে। রাজ্যের মোট ৮৭টি সমবায় সমিতি মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে মোট ১৩ লক্ষ ৩১ হাজার ৯০৭ টাকা দান করে এবং প্রায় ৬৯ টি সমিতি তাদের নিজ নিজ এলাকায় ৫৪১৯ টি পরিবারকে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য বিনামূল্যে বিতরণ করে। ইতিমধ্যে ১৪৩টি সমবায় সমিতি তাদের এলাকায় চাষীভাইদের কাছ থেকে তাদের উৎপাদিত মরসুমী ফসল সহায়ক মূল্যে ক্রয় করে এবং এগুলো বিপণনের ব্যবস্থা করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই যাবৎ সমিতিগুলি সর্বমোট প্রায় ৪৮ লক্ষ ৭৭হাজার ৩২৬ টাকার ব্যবসা করে। তাছাড়া উভয় সংস্থাই শহরের প্রায় ৯ হাজার ভোক্তার রান্নার গ্যাস তাদের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। অন্যদিকে গোমতী মিল্ক ইউনিয়ন তাদের উৎপাদিত দুধ ও পনির আগরতলা শহরের ভোক্তাগণের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ত্রিপুরা মার্কফেড পরিচালিত ১০টি জেনেরিক মেডিসিন কাউন্টার এবং ল্যাম্পস্-প্যাক্স পরিচালিত ৮টি কাউন্টার পুরো লক্‌ডাউন চলাকালীন সময়ে সম্পূর্ণ খোলা ছিল জনগণের সেবার জন্য।

২. নিবন্ধীকৃত নতুন সমবায় সমিতি ঃ

এটা বলা বাহুল্য যে, মার্চ ২০১৮ থেকে অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রভিত্তিক সর্বমোট ১২৫৮টি নতুন সমবায় সমিতি গঠিত হয়। তার মধ্যে ২৭৮টি দুগ্ধ সমবায়, ৩৬৪টি বহুমুখী সমবায়, ২৯২টি পশুপালন সমবায়, ১৪৯টি মৎস্য সমবায়, ৬৫টি কৃষি সমবায়, ১১০টি অন্যান্য সমবায় এবং উল্লেখযোগ্য ভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের দ্বারা গঠিত ৪৭টি সমবায় সমিতি নিবন্ধীকৃত হয়েছে।

সমিতি নিবন্ধীকরণ আইন, ১৮৬০ অনুযায়ী গত ০৯-০৩-২০১৮ থেকে ২০-১০-২০২০ পর্যন্ত মোট ৬৬৭ টি নতুন সমিতি (NGO) নিবন্ধীকৃত হয়, যা বিগত বছরগুলিতে সমিতি (NGO) নিবন্ধীকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

উল্লিখিত বিভিন্ন ক্ষেত্রভিত্তিক সমবায় সমিতিগুলি ব্যবসার দ্বারা তাদের গ্রামীণ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক মান উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের "ভিশন ডকুমেন্ট' মাথায় রেখে, রাজ্যের প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং এ. ডি . সি. ভিলেজে অন্ততঃ একটি করে সমবায় সমিতি গঠন করার কাজ প্রায় ১০০ শতাংশ সাফল্যের দিকে চলছে। এছাড়া দপ্তর একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা হাতে নিয়েছে যা হল, আগামী মার্চ ২০২১ সালের মধ্যে সমস্ত নিষ্ক্রিয় (মৃতপ্রায়) সমবায়গুলিকে হয় পুনরুজ্জীবিত করতে হবে বা তাদের রেজিষ্ট্রেশন বিলোপ সাধন করতে হবে।

মার্চ ২০১৮ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সমবায় দপ্তরের সাফল্যের পরিসংখ্যান ঃ

সমবায় সমিতি এবং এন. জি. ও. - এর বছর ভিত্তিক পরিসংখ্যান ঃ

বিবরণ	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১ (অক্টোবর পর্যন্ত)
সমবায় সমিতি	১৯৫৭	৩২৭৮	৩৪৯৬ (২০-১০-২০২০)
এন. জি. ও.	৮০৯২	৮৩৬৮	৮৪৫৫ (২০-১০-২০২০)

৩. অন-লাইন এর মাধ্যমে সমিতি নিবন্ধীকরণ ঃ ত্রিপুরা সমবায় আইন, ১৯৭৪ অনুসারে সমবায় সমিতি নিবন্ধীকরণের জন্য আবেদন EODB (Ease of Doing Business এর অন্তর্গত SWAAGAT Portal -এর মাধ্যমে করা যাবে। এই পরিষেবার মাধ্যমে আগ্রহী দরখাস্তকারী নিজ বাড়িতে বসে অনলাইন ব্যবস্থায় সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করতে পারবে এবং রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ডাউনলোড করতে পারবে। অন্যান্য অনলাইন পরিষেবাগুলো রাজ্য সরকারের আই. টি. দপ্তরের মাধ্যমে খুব শীঘ্রই চালু হয়ে যাবে।

৪. ইন্টিগ্রেটেড কো-অপারেটিভ্ ডেভেলপম্যান্ট প্রজেক্ট (ICDP) ঃ

জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগম (এন. সি. ডি .সি.) -এর সহায়তায় রাজ্যে বর্তমানে তিনটি জেলা যথাক্রমে ধলাই, উনকোটি এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় বিভিন্ন প্রকল্পের (আই. সি. ডি . পি.) কাজ চলছে, যার অনুমোদিত ব্যয় ধরা হয়েছে ২৬.৬ কোটি টাকা। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল জেলা ভিত্তিক সমবায় সমিতির সার্বিক উন্নয়ন ঘটানো, বিশেষ করে সমিতি গুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং কার্যকরী মূলধনের জোগান নিশ্চিত করা।

৫. গোমতী মিল্ক ইউনিয়নের সাফল্য ঃ

'গোমতী কো-অপারেটিভ্ মিল্ক প্রোডিউসার্স ইউনিয়ন' দুগ্ধ উৎপাদন ও বিপণনের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্যের একমাত্র সফলতম দুগ্ধ সমবায় সংস্থা— তাই ব্রান্ড **'গোমতী'** রাজ্যের মানুষের কাছে একটি সুপরিচিত নাম।

২০১৮ সনের মার্চ-এর পর থেকে এখন পর্যন্ত সর্বমোট ২৭৮টি নতুন প্রাথমিক দুগ্ধ সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে যার মধ্যে ৬৭ টি সমিতি গোমতী মিল্ক ইউনিয়নের সদস্যপদ গ্রহণ করে দুগ্ধ সরবরাহ করছে। বাকি সমিতিগুলি মিল্ক ইউনিয়নের সদস্যপদ পেতে চলেছে।

এই সমিতি ইতিমধ্যে সিপাহীজলা জেলায় একটি ৫০০০ লিটার উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন দুগ্ধ শীতলিকরণ যন্ত্র (Milk Chilling Plant) স্থাপন করেছে।

গোমতী মিল্ক ইউনিয়ন ইতিমধ্যে তার ব্যবসা বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে পৃথক একটি আইসক্রীম প্ল্যান্ট স্থাপন করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের আইসক্রীম বাজারজাত করছে। উপরন্তু, গত ১৯ আগষ্ট, ২০১৯ টাটা ট্রাষ্ট এবং জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন নিগম (এন. ডি. ডি .বি.)-এর যৌথ উদ্যোগে গোমতী মিল্ক ইউনিয়ন ভিটামিনযুক্ত টোনড্ মিল্ক প্রকল্পের শুভ উদ্‌বোধন করে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বামুটিয়ায় দৈনিক ৪০ হাজার লিটার দুধ সংরক্ষণ, দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে আধুনিক মানের একটি প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ হাতে নিয়েছে এবং রাজ্যের বিভিন্ন জেলাতে আরো মোট ৫টি ২ হাজার লিটার ক্ষমতা সম্পন্ন দুগ্ধ শীতলিকরণ যন্ত্র স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছে।

সম্প্রতি গোমতী মিল্ক ইউনিয়ন দেশীয় পদ্ধতিতে দুগ্ধজাত মিষ্টি তৈরির ও বিপণনের কাজ পরীক্ষামূলক ভাবে শুরু করেছে। অতিসম্প্রতি, গোমতী কো-অপারেটিভ্ মিল্ক প্রোডিউসার্স ইউনিয়ন লিঃ সকল অংশের ভোক্তাদের সুবিধার্থে রাজ্যে ৩০টি মিল্ক পার্লার স্থাপন করার কাজ হাতে নিয়েছে। ইতিমধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় মোট ৫(পাঁচ)টি পার্লার খোলা হয়ে গেছে। বাকিগুলো শহর ও শহরতলির গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্থাপন করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে।

৬. দি স্টেট কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশন লিঃ (T. Markfed Ltd.) ঃ

রাজ্যের প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলোর সাথে রাজ্যস্তরে কৃষিজ, বনজ ও অন্যান্য পণ্য সামগ্রীর সঠিক মূল্য যাতে সকল সমবায়ী ও অন্যান্য উৎপাদকরা পেয়ে থাকে তার জন্য দি স্টেট কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশন লিঃ (T. Markfed Ltd.) বিপণন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভাবে কাজ করে আসছে। বর্তমানে এই সমিতি এল.পি. জি. বিতরণ, সার ও ঔষধ বিতরণ, কৃষি সামগ্রী বিতরণের কাজ করছে। অতি সম্প্রতি কিল্লা ল্যাম্পস্,-এর সহায়তায় ওই এলাকার চাষীদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে কমলা ক্রয় করে তা বাজারজাত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গত ২২ জানুয়ারী, ২০২০ উনকোটি জেলার কুমারঘাট মহকুমায় একটি মাল্টি শপিং কমপ্লেক্সের উদ্‌বোধন করেন বিধানসভার মাননীয় বিধায়ক তথা ত্রিপুরা মার্কফেড-এর চেয়ারম্যান, শ্রী কৃষ্ণধন দাস মহোদয়।

রাজ্য সরকারের অনুমোদনক্রমে 'প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনৌষধি

পরিযোজনা' (পি. এম. বি. জে.পি.)-এর মাধ্যমে সুলভমূল্যে রাজ্যের সকল স্তরের মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ করা হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে ত্রিপুরা মার্কফেড- একমাত্র অনুমোদিত ডিস্ট্রিবিউটর এবং তার পরিচালনাধীন ১০ (দশ) টি বিক্রয়কেন্দ্র এবং অন্যান্য ল্যাম্পস্/প্যাক্স দ্বারা পরিচালিত ১০টি বিক্রয়কেন্দ্র (মোট ২০টি) বর্তমানে এই পরিযোজনার মাধ্যমে এ রাজ্যের আপামর জনসাধারণের মধ্যে পরিষেবা প্রদান করছে।

৭. ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ কনজিউমার্স ফেডারেশন লিঃ (TSCCF Ltd.) ঃ ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ কনজিউমার্স ফেডারেশন লিঃ একটি শীর্ষ সমবায় হিসাবে কাজ করে রাজ্যের বাজারের মূল্য স্থিতিস্থাপকতা (Price Control) বজায় রাখার ক্ষেত্রে এক অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে TSCCF ভোগ্য পণ্য, এল. পি. জি., ন্যায্য মূল্যে কেরোসিন তেল, ঔষধ ও হাসপাতালে রোগীদের খাদ্য সরবরাহের কাজ করছে।

৮. ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ব্যাংক-এর বর্ধিত পরিষেবা ঃ

ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ব্যাংক, সমবায় দপ্তরের অধীনে একটি শীর্ষ সমবায় সমিতি হিসাবে রাজ্যের জনসাধারণকে ১৯৫৭ সাল থেকে এখন পর্যন্ত তার ৬৫টি শাখার মাধ্যমে পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মার্চ, ২০১৮ থেকে এই ব্যাংক ২(দুই) টি ভ্রাম্যমান এটিএম (ATM) পরিষেবা এবং প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় বিভিন্ন ল্যাম্পস্ ও প্যাক্স এর মাধ্যমে ৪১টি মাইক্রো-এটিএম পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছে। আর একটি মাইক্রো-এটিএম ভ্যান দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাতে কিছুদিনের মধ্যে চালু হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, মার্চ, ২০১৮ থেকে অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত মোট ২০৩৫০ টি কিষাণ ক্রেডিট কার্ড (KCC) প্রদানের মাধ্যমে ৩৩০৩.১১ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ১৩০৪ টি জয়েন্ট লায়েবিলিটি গ্রুপ (JLG) গঠনের মাধ্যমে ৬৫৪৫ জন মহিলা সুবিধাভোগীকে ঋণ দিয়ে আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে।

এছাড়াও, ত্রিপুরা রাজ্যে একমাত্র সমবায় ব্যাংক তার ২৪টি শাখার মাধ্যমে জমি ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ই-স্ট্যাম্প (E-Stamp) পরিষেবা বিভিন্ন মহকুমায় চালু করেছে।

৯. ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ঃ

ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন ত্রিপুরার বিভিন্ন সমবায় সমিতির সাধারণ সদস্য, পরিচালক কমিটির সদস্য, সমবায় দপ্তরের কর্মচারীদের এবং পাশাপাশি জনগণের মধ্যে সমবায়ের কাজকর্ম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচী জারি রেখেছে। মার্চ, ২০১৮ থেকে অক্টোবর, ২০২০ পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন ১২০টি শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ শিবির করেছে। তার মধ্যে ৫৭ টি প্রশিক্ষণ হয়েছে ব্লক স্তরে এবং ৬৩ টি হয়েছে ইউনিয়নের অন্তর্গত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতেও মোট ১৩টি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত করা সম্ভব হয়েছে।

১০. সমবায়ের মাধ্যমে রেশন সামগ্রী সরবরাহ ঃ

বর্তমানে ১১৭ টি সমবায় সমিতি (মার্কেটিং, ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স) মোট ২০৮ টি রেশন সপ পরিচালনা করছে। সমস্ত ত্রিপুরায় ২৬৮টি ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স-এর মাধ্যমে ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের মধ্যে রেশন সামগ্রী সরবরাহ করার সুযোগ আছে । সমবায় দপ্তর পরিকল্পনা নিয়েছে ২৬৮ টি ল্যাম্পস, প্যাক্স এবং ১৪টি প্রাথমিক বিপণন সমবায় সমিতিতে (মার্কেটিং) কমপক্ষে একটি করে রেশনসপের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে রেশন সামগ্রী পৌঁছে দেবে।

সমবায় দপ্তরের নূতন উদ্যোগ ঃ

ক) কমলালেবু বিপণন ঃ জম্পুই, কিল্লা এবং বড়মুড়ার যে যে এলাকায় কমলা উৎপাদন হয়, ঐ সকল এলাকার ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স এর মাধ্যমে কমলাচাষীদের একত্রিত করে, কমলার ন্যায্যমূল্য পাইয়ে দেবার জন্য সঠিক বিপণন ব্যবস্থার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। খ) প্যাক্স এবং ল্যাম্পস্ এর কম্পুটারাইজেশন ঃ রাজ্য সরকার প্যাক্স এবং ল্যাম্পস্ এর কম্পুটারাইজেশনের জন্য (কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ৮০ ঃ ২০ হারে) ব্যয় নির্বাহের শর্তে সম্মতি দিয়েছে। এই কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য NABARD এর সাথে কথাবার্তা চলছে। গ) রেজিষ্ট্রেশন ফি-তে সংশোধনী ঃ অর্থ দপ্তরের পরামর্শে রাজস্ববৃদ্ধির জন্য সমবায় দপ্তর, সোসাইটি নিবন্ধীকরণ আইন - ১৮৬০ এর সংশোধনের মাধ্যমে ফি বাড়ানোর প্রস্তাব আইন দপ্তরের নিকট পাঠানো হয়েছে।

এক নজরে দপ্তরের অবস্থান

সমবায় দপ্তর স্থাপিত	ঃ ১৯৬১	জেলা স্তরের অফিস	ঃ ৮টি
মহকুমা স্তরের অফিস	ঃ ৯টি	ব্লক স্তরের অফিস	ঃ ৪৭টি
নগরপঞ্চায়েত স্তরের অফিস	ঃ ৭টি	প্রথম সমবায় সমিতি গঠিত	ঃ ১৯৪৯ (স্বস্তি সমবায় সমিতি)

শীর্ষ স্তরের সমবায় সমিতি	ঃ ১১টি	দুগ্ধ সমবায়	ঃ ৩৭১টি	শিল্প সমবায়	ঃ ১৫২ টি
প্যাক্স্	ঃ ২১২টি	ভোগ্যপণ্য সমবায়	ঃ ২১৮টি	চা শিল্প	ঃ ৩৩টি
ল্যাম্পস্	ঃ ৫৬টি	তাঁত সমবায়	ঃ ১৬৭টি	পশুপালন	ঃ ৩৪৫টি
পি. এম. সি. এস.	ঃ ১৪টি	হস্তকারুশিল্প সমবায়	ঃ ৪৭টি	কৃষিখামার	ঃ ৮৯টি
মৎস্য সমবায়	ঃ ৩০১টি	বহুমুখী সমবায়	ঃ ৪৩৭টি	অন্যান্য সমবায়	ঃ ৩৫৫টি

সর্বমোট ঃ ২৮০৮টি

ই মেইল ঃ rcstripura2013@gmail.com ওয়েবসাইট ঃ www.cooperation.tripura.gov.in
টেলিফোন নম্বর ঃ (০৩৮১) ২৩২৩৭৬৫ / ফ্যাক্স নম্বর (০৩৮১) ২৩২ ৫৯৩৫

মুদ্রণে ঃ কালার্স, আগরতলা, ফোন - (০৩৮১) ২৩১ ৮৯৬৭, ৯৪৩৬১২২৩৭৫, ৯৪৩৬১২০৫১০